Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চ্যালেঞ্জ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান

রোলঃ 23100120820

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চ্যালেঞ্জ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান

রোলঃ 23100120820

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চ্যালেঞ্জ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুসরাত জাহান, আইডিঃ 23100120820 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চ্যালেঞ্জ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নুসরাত জাহান

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

নুসরাত জাহান

আইডিঃ 23100120820

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ভুমিকা 7

দ্বিতীয় অধ্যায়:ইসলামী মূল্যবোধ কী,এর ধারণা ও সংজ্ঞা 8

তৃতীয় অধ্যায়:কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী মূল্যবোধ 10

৩.১ ইসলামি শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি : 12

৩.২ প্রাথমিক যুগ : 13

৩.৩ রাসুল (সা.)-এর যুগে শিক্ষা কার্যক্রম :...13

৩.৪ লিখিত রেকর্ডের গুরুত্ব : 13

৩.৫ খেলাফতে রাশেদিনের যুগ : 14

৩.৬ উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগ : 14

চতুর্থ অধ্যায়:সাহাবীদের এবং তাদের পরবর্তী যুগের ইসলামী মূল্যবোধ 15

৪.১ অবিচল ঈমান ও আনুগত্য:..16

৪.২পরকালমুখী জীবন: 16

৪.৩নৈতিকতা ও সততা: 16

৪.৪ ভ্রাতৃত্ব ও ত্যাগ:...16

৪.৫ প্রকৃত সুন্নাহর অনুসরণ: 17

৪.৬ আল্লাহর ভয়(তাকওয়া): 17

পঞ্চম অধ্যায়:আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার নমুনা...18

৫.১ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার উৎস:..18

৫.২ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন :..19

৫.৩ শিক্ষা ও বাস্তব জীবনের সংযোগ : 19

৫.৪ প্রযুক্তির প্রসার ও ইসলামিক শিক্ষা :...20

৫.৫ পাঠ্যক্রমের বিভাজন : 20

৫.৬ প্রযুক্তির স্বল্প ব্যবহার : 20

৫.৭ প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব : 20
৫.৮ চাকরির বাজারে অযোগ্যতা : 21
৫.৯ গবেষণার অনগ্রসরতা : 21
ষষ্ঠ অধ্যায়:আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মূল চ্যালেঞ্জসমূহ 22
৬.১ আল্লাহ বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় শিক্ষার অবমূল্যায়ন: 22
৬.২ দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষক সংকট ও প্রশিক্ষণের অভাব: 23
৬.৩ নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়ন:... 23
৬.৪ দক্ষ জনশক্তির অভাব:... 23
৬.৫ অবকাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা: 24
৬.৬ রাজনৈতিক প্রভাব: 24
৬.৭ কারিগরি শিক্ষার অপর্যাপ্ততা:... 24
৬.৮ ধর্মীয় শিক্ষার অবমূল্যায়ন:.. 24
৬.৯ পাশ্চাত্য ও ভোগবাদী সংস্কৃতি:.. 24
৬.১০ নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতাহীন শিক্ষা :.. 25
সপ্তম অধ্যায়:ইসলামী শিক্ষার মূল্যবোধ বনাম আধুনিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যবোধ 26
অষ্টম অধ্যায়:আধুনিক মূল্যবোধের মুখোশধারী রূপ 28
নবম অধ্যায়:ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণসমূহ 29
দশম অধ্যায়:কারা ইসলামী মূল্যবোধ অবক্ষয়ের জন্য দায়ী এবং কেন............................ 31
একাদশ অধ্যায়:ইসলামী মূল্যবোধ গঠনের পথে অন্তরায় বিষয়গুলো................................ 33
১১.১ ইসলামফোবিয়া: 33
১১.২পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি: 34
দ্বাদশ অধ্যায়:আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় উদিত মূল্যবোধের প্রভাব ও ভয়াবহতা.................. 36
১২.১ নেতিবাচক প্রভাব:... 36
১২.২ শিক্ষার্থীদের জীবনের অনিশ্চয়তা: 36

ত্রয়োদশ অধ্যায়:উত্তরণের উপায়..39

১৪.উপসংহার:..43

*তথ্যসূত্র:..43

প্রথম অধ্যায়: ভুমিকা

শিক্ষা মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে। মূলত শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজ তার সমগ্র উন্নতি এবং প্রবৃদ্ধি সাধন করতে পারে। বলা হয় পৃথিবীতে যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। কোন জাতিই শিক্ষা ছাড়া তাদের ভাগ্যেন্নয়ন করতে পারে না। প্রবাদে আছে :

“তুমি যদি স্বল্পতম সময়ে ফল পেতে চাও তাহলে মৌসুমী ফসলের চাষ কর, তবে ফসল পাবে একবার আর যদি ১০ বছর ধরে ফল লাভ করতে চাও তাহলে চাষ কর ফলদার বৃক্ষের। আর তুমি যদি শতাব্দীকাল ধরে ফল পেতে চাও, তাহলে মানুষ চাষ করো।”

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের যেসব অবক্ষয় ঘটছে সেসব বিষয়ে সচরাচর খুব একটা প্রশ্ন উঠে না,তেমন একটা আলোচনাও হয় না।অথচ বর্তমান মুসলিম তরুণদের তরুণীদের পিছিয়ে পড়ার যতগুলো কারণ আছে সেগুলোর মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয় একটা প্রধান ও অন্যতম কারণ।যুগের পরিক্রমায় মানুষ যেখানে মানুষের তৈরিকৃত মূল্যবোধেরই তোয়াক্কা করছে না,সেখানে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি বর্তমান (সেক্যুলার)সমাজ আরও বেশি উদাসীন, আরও বেশি বিরোধী।আর আমাদের বর্তমান জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থাও কিন্তু সেক্যুলারিজম ভিত্তিক যেখানে কুরআন হাদিস শিক্ষা বাদ দিয়ে ইসলাম শিক্ষার বিপরীত একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রমোট করা হচ্ছে।সাম্প্রতিক এই শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধ এর অবস্থা আশঙ্কাজনক। এখানে পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে শিক্ষার্থীদের কাছে পেশ না করার অপচেষ্টা চলছে ।ফলে শিক্ষার্থীরা নৈতিকতাহীন জীবনের দিকে ধাবিত হচ্ছে।তাদের কোমলমতি জীবনগুলো পড়ছে হুমকির মুখে। অথচ তারা যদি সেই সোনালী যুগের মতো শিক্ষাব্যবস্থা পেতো যেখানে কুরআন হাদিসের আলোকে নৈতিক মূল্যবধ শেখানো হবে,যেখানে জীবনের প্রতিটি বিষয়ে থাকবে প্রকৃত নৈতিকতার মানদণ্ড।যেখানে পাশ্চাত্যের অনুসরণ না করে প্রকৃত দ্বীনের অনুশীলন হবে। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টিতে ব্যাপক ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও অসম্ভব কিছু নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়:ইসলামী মূল্যবোধ কী,এর ধারণা ও সংজ্ঞা

ইসলামী মূল্যবোধ হলো পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে মহান আল্লাহ প্রদত্ত একটি নৈতিক নীতি,যা মানুষের ব্যক্তি,পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে সততা ন্যায়বিচার , আমানতদারীতা,বিনয় দয়া এবং ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে পরিচালনা করে।এটি মানুষের স্বভাবজাত গুণাবলীকে বিকশিত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তির উদ্দেশ্যে একটি শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের দিকনির্দেশনা দেয়।ইসলামী মূল্যবোধের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হলো:

পরকালীন বিশ্বাস:

একজন মুসলমান মাত্রই সে পরকালে বিশ্বাসী।তাই পরকালের জবাবদিহিতা সামনে রেখে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে জীবন পরিচালনা করা মুসলিমদের দায়িত্ব।

ঈমান ও স্রষ্টার সন্তুষ্টি:

মুমিনদের জীবনের সমস্ত কাজের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের করা।যা একমাত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে গঠিত ইসলামী মূল্যবোধের মাধ্যমেই সম্ভব।

নৈতিকতা ও সততা:

সর্বদা সৎ পথে চলা,আমানত রক্ষা করা,ওয়াদা পূরণ করা ,ব্যবসায়িক সত্যতা বজায় রাখা সহ সকল প্রকার ভালো কাজই হলো ইসলামী মূল্যবোধের অংশ।

ন্যায়বিচার ও সাম্য:

জাতী,ধর্ম ,বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা ইসলামী মূল্যবোধের দায়িত্ব।

বিনয় ও ভ্রাতৃত্ব:

ইসলামী মূল্যবোধে ব্যাক্তির আচরণে অহংকার বর্জন করা এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও

সৌহার্দ্য বজায় রাখার নির্দেশ দেয়।

মানবিক কল্যাণ:

সৃষ্টির প্রতি দয়া,অসহায়দের সাহায্য করা এবং অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা ইসলামী মূল্যবোধের নীতি।

ইসলামী মূল্যবোধ মানুষকে তার রিপু অর্থাৎ(কাম ,ক্রোধ, লোভ, মোহ)নিয়ন্ত্রণে রেখে মানবিক ও চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করে।

তৃতীয় অধ্যায়:কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী মূল্যবোধ

আল্লাহভীতি,মানুষের সাথে উত্তম আচরণ এবং ন্যায়পরায়ণতা হলো প্রকৃত মূল্যবোধ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

َذِی الۡقُرۡبٰی وَ یَنۡهٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَ الۡمُنۡکَرِ وَ الۡبَغۡیِ ۚ یَعِظُکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَذَکَّرُوۡنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"(সূরা আন নাহল:৯০)

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

:"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকো আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন, আল্লাহই তাদের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। যদি তোমরা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথা বলো কিংবা সত্য গোপন করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা করো, সে বিষয়ে সম্যক অবগত।" (সুরা নিসা:১৩৫)।এখানে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের নিজ স্বার্থ বা আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতির বিনিময়ে হলেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ধনী বা গরিবের পরোয়া না করে সর্বদা সত্যের পক্ষে অটল থাকার এই আয়াতটি সূরা নিসা-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"(হে নবী!) আপনি ক্ষমা ও কোমলতার নীতি অবলম্বন করুন, সৎকাজের আদেশ দিন এবং অজ্ঞ-মূর্খদের থেকে দূরে সরে থাকুন (বা উপেক্ষা করুন)।"(সুরা আরাফ:১৯৯)।
এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা, সৎকাজের আদেশ এবং অজ্ঞদের বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا

আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"(বনী ইসরাঈল:৩৪ এর শেষ অংশ)
এই আয়াতে এতিমের সম্পদ রক্ষা এবং অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উপরিউক্ত আয়াতগুলো ছাড়াও কুরআনে মূল্যবোধের অনেক আয়াত রয়েছে।এসব আয়াত দ্বারা ইসলামী মূল্যবোধ এর গুরুত্ব সহজেই বুঝা যায়।এছাড়াও আল্লাহর হাবিব (সা) আমাদেরকে মূল্যবোধ সম্পর্কে জানিয়েছেনএবং সতর্ক করেছেন।ইসলামে মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "সচ্চরিত্রতা পরিপূর্ণ করার জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে" ।মূল্যবোধ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কিছু হাদিস নিচে দেওয়া হলো:
উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব: "তোমাদের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী" (তিরমিজি, রিয়াদুস সালিহিন - ২৭৮)
সততা ও বিশ্বাস:
"যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই। আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রবণতা নেই, তার দ্বীন নেই" (সহিহ ইবনে হিব্বান১৯৪)
সদাচরণ:
"কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চেয়ে ভারী আর কোনো কিছু হবে না" (তিরমিজি:২০০২)।.

দয়া ও সহানুভূতি: "জমিনে যারা আছে, তাদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানে যিনি আছেন (আল্লাহ), তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন" (তিরমিজি:১৯২৪)

মানুষের উপকার:

"রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপকারী" (তাবরানি আল-মুজামুল আওসাত: ৫৯৪৯) ।

ক্ষমাশীলতা:

"তুমি যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছ, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো, যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে দাও, আর যে তোমার ওপর জুলুম করেছে তাকে ক্ষমা করে দাও" (মুসনাদে আহমাদ) ।

ইসলামী মূল্যবোধ কেবল ধর্মীয় নিয়মকানুন নয়,বরং এটি একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা গঠনের মাধ্যম।তাই মুসলিম হিসেবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা অপরিহার্য।

৩.১ ইসলামি শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি :

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই শিক্ষা ছিল সমাজ গঠনের মৌলিক অনুষঙ্গ। নবী করিম (সা.)-এর প্রেরিত শিক্ষাব্যবস্থায় 'ইলম' (জ্ঞান) ছিল সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। কোরআনের প্রথম অবতীর্ণ আয়াতই ছিল 'ইকরা' অর্থাৎ পড়। রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কায় দারুল আরকাম এবং মদিনায় আসহাবে সুফফার মাধ্যমে সংগঠিতভাবে শিক্ষা বিস্তারের সূচনা করেন। পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে বহু মাদ্রাসা, কুতুবখানা, গবেষণাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। যেমন বায়তুল হিকমা। এখানকার পাঠক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও গণিত, দর্শন, রসায়ন, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩.২ প্রাথমিক যুগ :

ইসলামে শিক্ষার সূচনা হয় নবুয়তের সূচনাকাল থেকেই। আল্লাহতায়ালা যখন মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর ওহি অবতীর্ণ করেন, তখন প্রথম আয়াত ছিল, ‘পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।’ (সুরা আলাক, আয়াত ১) এই একটি আয়াতেই শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কোরআনে ‘ইলম, ‘আকল’, ‘হিকমাহ’ ইত্যাদি শব্দ শতাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে, যা ইসলামে জ্ঞানের মাহাত্ম্য তোলে ধরে।

৩.৩ রাসুল (সা.)-এর যুগে শিক্ষা কার্যক্রম :

মক্কা থাকা অবস্থায় প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল দারুল আরকাম, যেখানে সাহাবিদের গোপনে কোরআনের শিক্ষা দেওয়া হতো। এই সময়টিতে ইসলামি শিক্ষার মূলে ছিল তাওহিদ, রিসালাত, আখেরাত ও নৈতিকতা। মদিনায় হিজরতের পর ইসলামি শিক্ষার একটি সংগঠিত ভিত্তি গড়ে ওঠে। মসজিদে নববী হয়ে ওঠে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। আসহাবে সুফফা নামে একটি আবাসিক শিক্ষাগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যেখানে নবীজি নিজে শিক্ষা দিতেন। নারীদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তিনি আলাদা সাপ্তাহিক দরস চালু করেন।

৩.৪ লিখিত রেকর্ডের গুরুত্ব :

নবী করিম (সা.) শিক্ষিত সাহাবিদের দিয়ে কোরআনের আয়াত লিখিয়ে রাখতেন। তিনি বন্দি কাফিরদেরও মুক্তির বিনিময়ে মুসলিমদের লেখাপড়া শেখাতে বলেছিলেন, যা সেই যুগের জন্য একটি বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

৩.৫ খেলাফতে রাশেদিনের যুগ :

চার খলিফার যুগে ইসলামি শিক্ষাকে প্রশাসনিক ও সম্প্রসারণমূলক কাঠামোয় রূপ দেওয়া হয়। মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা অব্যাহত থাকে। ফিকহ, হাদিস ও তাফসির চর্চা ও সংকলনের সূচনা হয়। নবীজি ও সাহাবিদের আদর্শে গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থা সামাজিক ন্যায়বিচার, জবাবদিহি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

৩.৬ উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগ :

এ যুগকে বলা হয় ইসলামি শিক্ষার স্বর্ণযুগ। এ সময়ে মাদ্রাসা ও জ্ঞানকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এতে ইসলামি সভ্যতা বিস্তৃত হয় স্পেন থেকে চীন পর্যন্ত। স্থাপন করা হয় বিখ্যাত জ্ঞানকেন্দ্র বায়তুল হিকমা, যেখানে আরবি, গ্রিক, পারস্য ও ভারতীয় গ্রন্থ অনূদিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় বহু মাদ্রাসা, যেমন নিজামিয়া মাদ্রাসা, যা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচিত।

তখন ফিকহ, হাদিস, তাফসির, কালাম, তাসাউফের পাশাপাশি গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রসায়ন পড়ানো হতো। বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত যেমন ইবনে সিনা, আল খাওয়ারিজমি, আল ফারাবি, ইবনে হায়সাম পর্যাক্রমে বিজ্ঞান ও দার্শনিক শিক্ষাকে বিকশিত করেন। সেই সময় শিক্ষায় কোনো বিভাজন ছিল না। ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থায় দ্বীন ও দুনিয়াকে আলাদা করা হতো না। চিকিৎসা, বিজ্ঞান, রাজনীতি সবই ছিল ইবাদতের অংশ, যদিও তা মানবকল্যাণের জন্য হতো।

চতুর্থ অধ্যায়:সাহাবীদের এবং তাদের পরবর্তী যুগের ইসলামী মূল্যবোধ

সাহাবীদের যুগকে বলা হয় ইসলামের স্বর্ণযুগ।কেননা তাঁরাই আল্লাহর রাসূল সাঃ কে দেখে ও বুঝে ঈমান আনার মাধ্যমে নিজের জীবনে আল্লাহর দ্বীনের অনুশীলন করেছিলেন।তাই তাঁদের যুগে ইসলামী মূল্যবোধ ছিল কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি প্রয়োগ। তাঁদের জীবনে আল্লাহর প্রতি অবিচল ঈমান,রাসূল সাঃ এর প্রতি অগাধ ভালোবাসা,সততা,ন্যায়পরায়ণতা,প-রকালীন চিন্তায় ত্যাগ এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের অনন্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাঁরা ছিলেন ইসলামের ধারক, বাহক এবং সত্যের মাপকাঠি।প্রত্যেক সাহাবী ধর্মীয় অনুশাসন এত গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলেছেন যে, তাঁরা দুনিয়ায় থেকেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির ঘোষণা লাভ করেছেন। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, " আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল"।(সূরা মুজাদালা : ২২)

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন," মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রশস্ত করেছেন জান্নাত, যার নিম্ন দেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এটাই মহা সাফল্য"(সূরা তাওবা : ১০০)

এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম পরবর্তীদের জন্য ছিলেন আদর্শ। যাঁদের অনুসরণ করলে কেয়ামত পর্যন্ত যে কোনো যুগের যে কোনো জাতির নিশ্চিত সফলতা ও সৎপথ প্রাপ্তির ঘোষণা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত- আগত সকল মানুষের জন্য ইসলামী আদর্শই হচ্ছে সফলতার একমাত্র পথ। মুসলমানদের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠাও সম্পূর্ণরূপে কুরআন-সুন্নাহর আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা যতদিন তা মেনে চলবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হল আল্লাহর কিতাব আর অপরটি আমার সুন্নাহ।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে ইসলামী মূল্যবোধ সমূহ:

৪.১ অবিচল ঈমান ও আনুগত্য:

তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) নির্দেশের সামনে বিনা দ্বিধায় (আমরা শুনলাম ও মানলাম) নীতি অনুসরণ করতেন। ক্বিবলা পরিবর্তনের সংবাদ পেয়ে নামাজের মধ্যেই বাইতুল্লাহর দিকে ঘুরে যাওয়া হলো সাহাবীদের ইসলামী মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ।

৪.২পরকালমুখী জীবন:

দুনিয়ার মোহের চেয়ে আখিরাতের কল্যাণকে প্রাধান্য দেওয়া এবং ইসলামের জন্য জান মাল উৎসর্গ করা ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ।

৪.৩নৈতিকতা ও সততা:

তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যক্তিগত জীবনে চরম সততা,সত্যবাদিতা এবং ন্যায়পরায়ণতা ছিল।

৪.৪ ভ্রাতৃত্ব ও ত্যাগ:

তাঁরা একে অপরের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের উপরে স্থান দিয়ে এবং আনসার-মুহাজিরদের মতো ভ্রাতৃত্বের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।
রাসূলের (সা) সুন্নাহর অনুসরণ: তাঁদের আমল ছিল সুন্নাহর সঠিক প্রতিফলন যা পরবর্তী উম্মতের জন্য আদর্শ।

৪.৫ প্রকৃত সুন্নাহর অনুসরণ:

তাঁদেরআমল ছিল সুন্নাহর সঠিক অনুসরণ যা পরবর্তী উম্মতের জন্য আদর্শস্বরূপ।

৪.৬ আল্লাহর ভয়(তাকওয়া):

ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহর ভীতি ও জবাবদিহিতার অনুভূতি তাঁদের মধ্যে ছিল প্রবল

এছাড়া সততা ও আমানতদারীতা,আত্মত্যাগ ও জিহাদ,নম্রতা ও উত্তম চরিত্র,ন্যায়বিচার ও পরকালীন জবাবদিহিতা ইত্যাদি ছিল তাঁদের মধ্যে আসল মূল্যবোধ ।

সাহাবীদের পরের যুগ হলো তাবেয়ীদের যুগ। তাঁরা ছিলেন স্বর্ণযুগের দ্বিতীয় সারির মানুষ।তারপরের যুগ হলো তাবে তাবেঈ দের যুগ।তাদের মধ্যেও দ্বীনের অনুশীলন ছিল যথার্থ।

পঞ্চম অধ্যায়:আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার নমুনা

৫.১ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার উৎস:

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত বিজয়ী শক্তির আদর্শ, ভাব, ভাষা, কৃষ্টি, সভ্যতা ও ঐতিহ্য পরাজিত শক্তির উপর যুগে যুগে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতার পলাশী ট্রাজেডির মাধ্যমে মুসলিম শাসনের শোচনীয় পরাজয় হয়। ক্ষমতায় আসে ব্রিটিশরা। এর সাথেই সেদিন এ উপমহাদেশের সভ্যতা, ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার ভাগ্য নির্ধারন হয়ে যায়। উর্দু ও ফরাসী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করা হয়। শিক্ষার বিষয় বস্তুকেও ইংরেজরা তাদের সভ্যতা ও আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করে নেয়।

এর প্রবর্তক লর্ড মেকলে ১৮৩৫ সালে এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ মালার ভূমিকায় বলেন, “আমরা অবশ্যই এমন একটি জাতি গঠন করব যারা রক্ত ও বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু চিন্তা, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ”

এই মূলনীতির আলোকে রচিত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল রাজ্য শাসন বিস্তার ও নিজেদের চিন্তা -চেতনার উপযোগী লোক তৈরী। ফলে আমাদের দেশ থেকেই তৈরি হচ্ছিল ব্রিটিশ শাসন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুগত মানুষ। সেদিন বাংলাদেশ ছিল উপমহাদেশের ক্ষুদ্র দেশ। অথচ আমরা সেই বিদেশী শক্তির দাসত্বের মন-মানসিকতার ও গোলামী চেতনা থেকে বের হয়ে আসতে পারিনি আজও।তাই বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল রূপরেখাটি যেহেতু কাঠামোগতভাবে ইংরেজদের মাধ্যমে গঠিত, যা তাদের কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে করা হয়েছিল। ফলে স্বভাবতই এ শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের বিষয়টি পুরোপুরি অবহেলিত।বর্তমান জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে-সেক্যুলারিজমভিত্তিক। ব্রিটিশ প্রদত্ত নিয়মেই চলছে এদেশের শিক্ষানীতি। কুরআন হাদিস শিক্ষা বাদ দিয়ে ইসলাম শিক্ষার বিপরীত একটি শিক্ষাব্যবস্থা। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে শিক্ষার্থীদের কাছে পেশ না করার অপচেষ্টা চলছে। বিগত কয়েক বছর কোরআন হাদিস শিক্ষাকে সংক্ষিপ্ত করে যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, তাতে ইসলাম শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষাকে সিলেবাস থেকে সংকোচিত করা হয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ইসলাম ধর্মশিক্ষাকে ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে।

ফলে আদর্শ, সৎ, চরিত্রবান নাগরিক বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছ না।

আমাদের দেশে মূলত দু‘ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা চালু ছিল এবং বর্তমানে আরো দু‘ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। যথা :

(১) সাধারণ শিক্ষা

(২) মাদ্রাসা শিক্ষা।

(৩) ইংলিশ মিডিয়াম।

(৪) কারিগরি শিক্ষা।

৫.২ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন :

বিশ্ব জুড়ে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাব এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার আগ্রাসনে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে মূলস্রোত থেকে ছিটকে পড়ে। ঔপনিবেশিকরা ইসলামি জ্ঞান ও গবেষণাকে অপ্রাসঙ্গিক এবং অপেশাদার হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করে। ফলে মাদ্রাসাগুলো দিনে দিনে কেবল ধর্মীয় জ্ঞানকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং আধুনিক ও কর্মমুখী জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় ধর্মহীনতা, বস্তুবাদ ও মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব বেড়ে চলে। এর ফলে মুসলিম সমাজে দুটি শিক্ষা ধারার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়, একটি আধুনিক ও কর্মমুখী, কিন্তু নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতাহীন; অন্যটি নৈতিক ও ধর্মীয়, কিন্তু বাস্তব জীবন ও কর্মক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

৫.৩ শিক্ষা ও বাস্তব জীবনের সংযোগ :

বর্তমানে অধিকাংশ মাদ্রাসা শিক্ষার্থী মূলধারার পেশাগত ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়, কারণ তাদের পাঠ্যক্রমে কর্মমুখী ও যুগোপযোগী বিষয় অনুপস্থিত। এটি একদিকে বেকারত্ব বাড়ায়, অন্যদিকে ইসলামি শিক্ষার প্রতি আগ্রহও কমিয়ে দেয়।

৫.৪ প্রযুক্তির প্রসার ও ইসলামিক শিক্ষা :

বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর। অনলাইন কোর্স, ভার্চুয়াল লাইব্রেরি, ডিজিটাল ক্লাসরুম এখন শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ইসলামি শিক্ষাকে যদি এই আধুনিক প্ল্যাটফর্মে উপস্থাপন না করা হয়, তবে তা প্রাসঙ্গিকতা হারাবে।

৫.৫ পাঠ্যক্রমের বিভাজন :

সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে সমন্বয়হীনতা শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করছে এবং একটি দ্বৈত শিক্ষা পদ্ধতির সৃষ্টি করছে।

৫.৬ প্রযুক্তির স্বল্প ব্যবহার :

অনেক মাদ্রাসায় এখনো বিদ্যুৎ বা ইন্টারনেট সুবিধা নেই, আধুনিক শ্রেণিকক্ষ নেই, মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার নেই। এতে শিক্ষার্থীরা সময়োপযোগী দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

৫.৭ প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব :

মাদ্রাসার অধিকাংশ শিক্ষক ইসলামি বিষয়ে দক্ষ হলেও আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষাতত্ত্ব, শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা, প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে খুব বেশি জানে না।

৫.৮ চাকরির বাজারে অযোগ্যতা :

অনেক ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা সরকারি বা বেসরকারি চাকরিতে আবেদন করতে পারে না, কারণ তারা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী স্বীকৃত নয়।

৫.৯ গবেষণার অনগ্রসরতা :

অনেক ইসলামি বিশ্ব বিদ্যালয়ে গবেষণার পরিমাণ খুব কম। যেগুলো আছে, সেগুলোও মূলত পুনরাবৃত্তিমূলক, তাত্ত্বিক এবং সমসাময়িক সমস্যার সঙ্গে সংযোগহীন।

এই বিষয়গুলো ছাড়াও আরও অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র ধারণ করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়:আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মূল চ্যালেঞ্জসমূহ

ইসলামিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বর্তমানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এই চ্যালেঞ্জগুলো মূলত দ্বীনি ও দুনিয়াবি শিক্ষার গুণগত মান, অবকাঠামো, এবং নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত।প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটিগুলো সামনে চলে আসে,যেগুলো থেকে আমাদেরকে সর্বপ্রথমে বেরিয়ে আসতে হবে,শুধুমাত্র তাহলেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি সমূহ :

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই শিক্ষিত হয়ে অনেক মেধাবীরা দেশ-বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে সত্য কিন্তু বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ত্রুটির কারণে জাতির সামগ্রিকভাবে শিক্ষার সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ত্রুটি গুলোই আমাদের মেধাকে সঠিক ভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ দিচ্ছে না। যার কারণে আমাদের শিক্ষা দীক্ষার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার গতি এখনো খুবই ধীর। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক ত্রঅনেকগুলো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।যেমন:

৬.১ আল্লাহ বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় শিক্ষার অবমূল্যায়ন:

- মেরুদন্ডহীন, অসৎ শিক্ষার ব্যবস্থা।
- নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থতা।
- প্রকৃত মেধার অবমূল্যায়ন।
- কোরআন-হাদিস বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা।
- প্রশ্ন ফাঁস ও অসদুপায় অবলম্বনে পূর্ণ স্বাধীনতা।
- মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বৈষম্য।
- নৈতিকতা বিধ্বংসী শিক্ষা ব্যবস্থা।
- পর্দাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা।
- জীবন-পদ্ধতি সম্পকে নির্দেশনা বর্জিত শিক্ষা।

- নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে ব্যর্থতা।
- অপরাধনীতির লেজুর বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা।
- ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা।
- ভর্তি বাণিজ্য।
- জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টিতে ব্যর্থতা।
- দুর্নীতির প্রসার।
- কর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা।

বর্তমানে প্রচলিত বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত আমাদেরকে নৈতিকতাহীন করে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকেই ধাবিত করছে।এছাড়াও

৬.২ দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষক সংকট ও প্রশিক্ষণের অভাব:

দেশের অনেক বিদ্যালয়ে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। এছাড়া, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও প্রযুক্তিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে।

৬.৩ নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়ন:

নতুন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে মুখস্থনির্ভরতা কমিয়ে দক্ষতা ও সৃজনশীলতাভিত্তিক শিক্ষার কথা বলা হলেও, তা পুরোপুরি বাস্তবায়নে অবকাঠামোগত ও কারিগরি চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

৬.৪ দক্ষ জনশক্তির অভাব:

শিক্ষাব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে জিপিএ-৫ প্রাপ্তি বা সনদনির্ভর হয়ে পড়েছে, কিন্তু সে অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না।

৬.৫ অবকাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা:

অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটরি, খেলার মাঠ এবং ইন্টারনেটসহ আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক সুবিধার অভাব রয়েছে।

৬.৬ রাজনৈতিক প্রভাব:

শিক্ষা খাতে রাজনৈতিক প্রভাব ও দলীয় সংস্কৃতি গুণগত মান অর্জনে অন্যতম প্রধান বাধা।

৬.৭ কারিগরি শিক্ষার অপর্যাপ্ততা:

সাধারণ শিক্ষার তুলনায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ কম, যা কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত করছে।

৬.৮ ধর্মীয় শিক্ষার অবমূল্যায়ন:

আধুনিক পাঠ্যপুস্তকে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো অবহেলিত এবং অনেকক্ষেত্রে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যা শিক্ষার্থীদের মনে সন্দেহ তৈরি করছে।

৬.৯ পাশ্চাত্য ও ভোগবাদী সংস্কৃতি:

পশ্চিমা সংস্কৃতির অবাধ প্রভাবের ফলে শিক্ষার্থীরা ইসলামের পর্দা,বিনয় ও পারিবারিক মূল্যবোধ ভুলে ভোগবাদী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে।

৬.১০ নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতাহীন শিক্ষা :

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আংশিক কর্মমুখী হলেও এতে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার পর্যাপ্ত অভাব রয়েছে,যা যুবসমাজকে অপরাধ ও মাদকাসক্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এছাড়াও ঘনঘন কারিকুলামে পরিবর্তন,মুখস্তনির্ভর শিক্ষা,শিক্ষায় বৈষম্য ইত্যাদি। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে দক্ষ ও জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠনে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

সপ্তম অধ্যায়:ইসলামী শিক্ষার মূল্যবোধ বনাম আধুনিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যবোধ

- সাহাবায়ে কেরামের যুগে ইসলামী মূল্যবোধ ছিল খাঁটি সোনার মতো। তাঁদের মূল্যবোধের ভিত্তি ছিল কুরআন ও সুন্নাহ।ইসলামী মূল্যবোধ এবং আধুনিক যুগের মূল্যবোধের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। ইসলামী মূল্যবোধ হলো কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে তৈরি চিরন্তন জীবনদর্শন, যা ইহকাল ও পরকাল উভয়কালের কল্যাণের কথা বলে। অন্যদিকে, আধুনিক যুগের মূল্যবোধ মূলত মানবকেন্দ্রিক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং পরিবর্তনশীল, যা প্রায়শই বৈজ্ঞানিক ও জাগতিক অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং অবশ্যই এটা শুধু দুনিয়াবি চেতনার বিকাশ।নিচে উভয়ের মধ্যকার প্রধান পার্থক্য ও তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো:

- সাহাবায়ে কেরামের যুগে ইসলামী মূল্যবোধের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তি ,পারিবারিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় ছিল। আল্লাহভীতি,সততা ,বিশ্বস্ততা,ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে তাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে সকল কাজ পরিচালনা করতেন।অন্যদিকে বর্তমানকার আধুনিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি,পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ তো দূরের কথা,জীবনের সকল কার্যক্রমে দুর্নীতিপূর্ণ কলুষতা বিরাজ করছে।

- সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাদের মূল্যবোধ ছিল আখিরতমূখী আর বর্তমানে মূল্যবোধ হলো দুনিয়ামুখী।

উৎসের পার্থক্য (Source of Values):

ইসলামী মূল্যবোধ কুরআন, হাদিস এবং ইজমা (ঐকমত্য) থেকে উদ্ভূত। এটি ঐশী নির্দেশনানির্ভর, যা সময়ের সাথে পরিবর্তন হয় না। অন্যদিকে আধুনিক মূল্যবোধ মানুষের বুদ্ধি, যুক্তি, গবেষণা এবং পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি পরিবর্তনশীল এবং আপেক্ষিক।

জীবনদর্শন (Worldview):

ইসলামী মূল্যবোধ এখানে পরিবার, সমাজ ও নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যেমন—পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, এবং ভোগবিলাসের চেয়ে আত্মসংযমকে গুরুত্ব দেওয়া।অন্যদিকে আধুনিক মূল্যবোধ:

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism), স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত চাহিদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়।

নারীর অবস্থান (Role of Women):

ইসলামী মূল্যবোধে পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি মনে করে এবং নারী-পুরুষের ভূমিকার মধ্যে একটি পরিপূরক সম্পর্ক তৈরি করে। শালীনতা ও নারী-পুরুষের পৃথক থাকার ব্যবস্থা বজায় রেখে সামাজিক দায়িত্ব পালনের ওপর জোর দেয়। অন্যদিকে আধুনিক মূল্যবোধ নারীর সমানাধিকার এবং পুরুষশাসিত সমাজের প্রথা ভাঙার ওপর জোর দেয়, যা অনেক সময় অবাধ সামাজিক মেলামেশাকে উৎসাহিত করে।

ভোগের সংস্কৃতি বনাম আত্মসংযম (Consumerism vs. Restraint):

ইসলামী মূল্যবোধে হালাল-হারাম বা বৈধ-অবৈধের একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা আছে, যা মানুষকে লোভ ও ভোগবাদ থেকে দূরে রাখে। অন্যদিকে আধুনিক মূল্যবোধ: অবাধ ভোগবাদ ও বৈষয়িক সমৃদ্ধিকে সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করে,যার ফলে মানুষ কখনও কখনও তার স্বীমা অতিক্রম করে নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

নৈতিকতা(Morality):

ইসলামী মূল্যবোধে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, শিষ্টাচার এবং সহনশীলতার মতো চিরন্তন গুণাবলীতে বিশ্বাসী।অন্যদিকে আধুনিক মূল্যবোধ পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে নৈতিকতা বিচার করে, যাকে প্রায়শই 'আপেক্ষিক নৈতিকতা' বলা হয়।

সারসংক্ষেপ:আধুনিক প্রযুক্তি ও শিক্ষার ব্যবহার ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বরং তা যুগের প্রয়োজনে জরুরি। তবে, আধুনিক যুগের মূল্যবোধের নামে যদি তা নৈতিক অবক্ষয় বা চরম ভোগবাদের দিকে নিয়ে যায়, তবে তা ইসলামী দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। ইসলামী মূল্যবোধ বিশ্বাস করে যে, মানবপ্রকৃতি অপরিবর্তনশীল, তাই ইসলামের নির্দেশনা চিরকাল প্রাসঙ্গিক।আর বর্তমানে মূল্যবোধের সংজ্ঞা সৃষ্টি করেছে তথাকথিত কিছু ভিন্নদেশী মনীষী।যেখানে নিজেদের সৃষ্ট মূল্যবোধের তারা নিজেদেরই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারছে না।তাই মানুষের সৃষ্ট নামমাত্র মূল্যবোধ কখনও একটা সমাজের শুধরানোর কারণ হতে পারে না।

অষ্টম অধ্যায়:আধুনিক মূল্যবোধের মুখোশধারী রূপ

আধুনিকতা আর প্রকৃত মূল্যবোধ কথা দুটো একটু অসামঞ্জস্যপূর্ণ।আধুনিকতা মূলত মূল্যবোধের নামে আমাদেরকে যা শেখায় তার অনেক উদাহরণ আছে।যেমন ,:সমান অধিকারের নামে নারীদের উগ্র স্বাধীনতা,পর্দাহীনতা,সেক্যুলারিজম,বস্তুবাদ,ধর্মীয় সহিংসতা, মডার্নিজম,সহশিক্ষা,অশ্লীলতা,নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি।মূল্যবোধের নামে আধুনিকতা শেখাতে আসা পশ্চি*মা*রা আজ নিজেরাই নিজেদেরকে সংযত রাখতে পারছে না।আত্মহত্যা,জিনা - ব্যাভিচার, গুম-খুন ইত্যাদি পাপাচার তাদের মধ্যে লেগেই আছে।তারা পৃথিবীজুড়ে নানা দাঙ্গা হাঙ্গামা ছড়িয়ে দিচ্ছে, স্বেচ্ছাবাদী আগ্রাসন চালাচ্ছে দুর্বল জাতিদের উপর,বর্তমানের ।ফিলিস্তিন ও ইরান ইস্যু উল্লেখযোগ্য। অথচ তারাই আবার মূল্যবোধের নীতিতে নিজেদেরকে যজ্ঞ ও উপযুক্ত বলে মনে করেছে এবং তো প্রচার করছে।

নবম অধ্যায়:ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণসমূহ

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয় একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা। এর পেছনে শিক্ষা কারিকুলাম, পাশ্চাত্য প্রভাব এবং সামাজিক সচেতনতার অভাবসহ বিভিন্ন কারণ কাজ করছে। ইতিমধ্যে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।এছাড়াও অন্যান্য প্রধান কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি:

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা অনেকাংশেই ধর্মবিমুখ বা সেকুলার। এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ধর্ম থেকে আলাদা করে দেখা হয়, ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের প্রয়োগ খুঁজে পায় না।

সিলেবাস থেকে ইসলাম শিক্ষা সংকোচন:

বিগত কয়েক বছর ধরে কারিকুলামে কুরআন-হাদিস শিক্ষাকে সংকুচিত করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ইসলাম শিক্ষাকে ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় জ্ঞানার্জনে নিরুৎসাহিত করছে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ:

বিশ্বায়নের যুগে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনধারার ব্যাপক প্রভাব ইসলামী আদব-কায়দা ও শালীনতা কমিয়ে দিচ্ছে।

নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষার অভাব:

বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থা কর্মমুখী বা মেধাভিত্তিক হওয়ায় নৈতিকতা, চরিত্র গঠন ও ইসলামী আদব-কায়দার ওপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হচ্ছে না।

শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বহীনতা:

অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরা ইসলামী মূল্যবোধের অনুসরণ করেন না, ফলে শিক্ষার্থীরাও তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারছে না।

মিডিয়া ও প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব:

অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহারের ফলে অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ছে, যা তরুণ প্রজন্মের ইসলামী মানসিকতাকে ধ্বংস করছে।

পারিবারিক সচেতনতার অভাব:

অনেক অভিভাবক সন্তানদের জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য বেশি চাপ দেন, কিন্তু ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় অবহেলা করেন।

সারসংক্ষেপে, ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং বস্তুবাদী মানসিকতাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মূল কারণ।

দশম অধ্যায়:কারা ইসলামী মূল্যবোধ অবক্ষয়ের জন্য দায়ী এবং কেন

ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য মূলত কোনো একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী নয়, বরং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে সামগ্রিক পরিবেশের অবহেলা ও ইসলামের সঠিক জ্ঞান থেকে বিচ্যুতি দায়ী।নিম্নে কারা দায়ী এবং কেন, তার একটি তালিকা দেওয়া হলো:

১. দুর্বল অভিভাবকত্ব ও পরিবার (parents and family)কেন দায়ী:

সন্তানদের ইসলামী নৈতিকতা, সততা ও কোরআন-হাদিসের শিক্ষা না দেওয়া।কারণ: বাবা-মা'র ব্যস্ততা, ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব এবং সন্তানদের অপসংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধা না দেওয়া।

২. যুবসমাজ ও ব্যক্তিগত উদাসীনতা কেন দায়ী:

তরুণরা তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য (ইসলামী আদর্শ) থেকে বিচ্যুত হয়ে মাদক, অপরাধ ও অনৈতিকতায় লিপ্ত হচ্ছে।কারণ: পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ, বেকারত্ব এবং ব্যক্তিজীবনে হতাশা।

৩. শিক্ষাব্যবস্থা ও দ্বীনি শিক্ষার অভাব কেন দায়ী:

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকা।কারণ: সেক্যুলার বা ধর্মহীন শিক্ষানীতির প্রসার, যা মানুষকে পরকালভীতি ও নৈতিকতা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

৪. নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও আলেম সমাজ কেন দায়ী:

মুসলিম শাসক ও নেতাদের অনৈক্য, দুর্নীতি এবং সঠিক নেতৃত্বের অভাব।কারণ: আলেম সমাজের মধ্যে বিভেদ এবং সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক ও সমসাময়িক ইসলামী জ্ঞান না পৌঁছানো।

৫. অপসংস্কৃতি ও সামাজিক মাধ্যম কেন দায়ী:

ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহারের মাধ্যমে অশ্লীলতা ও অনৈতিকতা ছড়িয়ে পড়া।কারণ: ভিনদেশী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য অনুকরণ, যা পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন নষ্ট করছে।

মূল কারণসমূহ:

ইসলামী মূল্যবোধের এই অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে আল্লাহভীতি (তাকওয়া) ও পরকালের জবাবদিহিতার অভাব। যখন মানুষ ঈমানী পরিবেশ থেকে দূরে সরে যায় এবং দুনিয়াবি ভোগবিলাসে মগ্ন হয়, তখন সমাজে অবক্ষয় নেমে আসে।এছাড়া বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পশ্চিমা শক্তি ও সংস্কৃতির অবদানও এই মূল্যবোধ অবক্ষয়ের জন্য দ্বায়ী।

একাদশ অধ্যায়:ইসলামী মূল্যবোধ গঠনের পথে অন্তরায় বিষয়গুলো

১১.১ ইসলামফোবিয়া:

ইসলামোফোবিয়া হলো ইসলাম ধর্ম এবং মুসলমানদের প্রতি অযৌক্তিক ভয়, ঘৃণা, বিদ্বেষ বা কুসংস্কার। এটি এক ধরণের মুসলিম-বিরোধী বর্ণবাদ, যার ফলে ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা এবং নেতিবাচক স্টেরিওটাইপ ছড়ানো হয়। গণমাধ্যম, রাজনীতি এবং সামাজিক মাধ্যমে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যার কারণে বিশ্বজুড়ে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।ইসলামোফোবিয়ার মূল দিকগুলো:

***ভয় ও বিদ্বেষ:**
ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি অহেতুক ভীতি ও নেতিবাচক মনোভাব।

***বৈষম্য:**
কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা সামাজিক জীবনে মুসলমানদের ভিন্ন বা নিম্নমানের মনে করা।

***সহিংসতা:**
হিজাব বা পোশাক দেখে মুসলিম নারীদের টার্গেট করা, মসজিদে হামলা বা মৌখিক আক্রমণ।

***সামাজিক স্টেরিওটাইপ:**
মুসলমানদের 'সন্ত্রাসী' বা 'পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিপন্থী' হিসেবে চিত্রিত করা।

***মিডিয়ার ভূমিকা:**
গণমাধ্যমে ইসলাম নিয়ে বিভ্রান্তি ও ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া।মূলত, এটি কেবল একটি ধর্মবিশ্বাস নিয়ে সমালোচনা নয়, বরং মুসলিম পরিচয়ের কারণে কোনো ব্যক্তিকে ঘৃণা বা বৈষম্যের শিকার করা।

১১.২পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি:

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আগমনে এদেশের শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাব রয়েছে ।তবে নেতিবাচক প্রভাবই বেশি।এসবের ফলে যেমন মুসলিমরা তাদের দ্বীন ধর্ম থেকে পিছিয়ে পড়ছে এবং তাদের স্বকীয়তা ও অন্যান্য সংস্কৃতি হারাচ্ছে।বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই— কীভাবে বাংলাদেশের শিক্ষাকে প্রগতিশীলতার মোড়কে আবদ্ধ করে অকার্যকর এক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়েছে। যার ফলে তৈরি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকেও আমরা দেখি পাশ্চাত্যকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নানা বিতর্কিত বিষয়গুলো দিয়ে সমাজে তৈরি করা হচ্ছে মতানৈক্য এবং ইসলাম বিদ্বেষী শিক্ষার্থী সমাজ। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা কেন উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী নয়; এর উত্তর কী হতে পারে?পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চেয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ছে। এর ফলে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা ও ঔপনিবেশিক মানসিকতা তৈরি হচ্ছে।পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল দিকগুলো:

***শিক্ষা বৈষম্য বৃদ্ধি:**

বাংলাদেশে ইংরেজি মাধ্যম ও বাংলা মাধ্যমের মধ্যে একটি বড় ধরনের শিক্ষাবৈষম্য তৈরি হয়েছে। এটি সমাজে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়িয়ে দিচ্ছে।

***মূল্যবোধ ও নৈতিক অবক্ষয়:**

আধুনিক ও সেকুলার শিক্ষার নামে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা উপেক্ষা করা হচ্ছে, যা পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে।

***শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণ:**

পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষার প্রসারের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যেখানে শিক্ষার গুণমানের চেয়ে মুনাফা অর্জনের প্রবণতা বেশি দেখা যায়।নিজস্ব ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রতি অবহেলা: ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা বাংলায়

কথা বলতে বা লিখতে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে এবং নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অজানাই থেকে যায়।

***উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতার অভাব:**

অনেকেই মনে করেন, এই শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তব জীবনের কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলার চেয়ে চাকরিনির্ভর মানসিকতা তৈরি করতে বেশি ভূমিকা রাখছে।সংক্ষেপে, পাশ্চাত্য শিক্ষা বাংলাদেশে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পথ সুগম করলেও, তা দেশীয় সংস্কৃতির স্বকীয়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়:আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় উদিত মূল্যবোধের প্রভাব ও ভয়াবহতা

১২.১ নেতিবাচক প্রভাব:

ন্যায়নীতি শিক্ষার অভাবে আজ অফিসের বড় কর্তা থেকে শুরু করে বয়-বেয়ারা পর্যন্ত সর্বস্তরের কর্মচারী দুর্নীতিগ্রস্ত। ঘুষ, দুর্নীতি, ধর্ষণ, কালোবাজারি, টাকা পাচারের সঙ্গে জড়িত অধিকাংশ মানুষ প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত। এদেশের শতকরা ৯০ শতাংশ অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে- কলেজ-ইউনিভার্সিটি পড়ুয়াদের দ্বারা। স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ, প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণ, খুনের মত নৃশংস ও মর্মান্তিক খবর প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছ। এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা একান্ত অপরিহার্য। ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেয়। আর নৈতিকতা মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখে। ইসলামি জ্ঞান ও নৈতিকতার অভাবে কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মধ্য নীতি আদর্শের অভাব দিন দিন পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার কারণে জেনারেল শিক্ষিত ছাত্ররা যখন-তখন বিভিন্ন খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ছে। তারা রাজনীতিতে জড়িয়ে বিভিন্ন খারাপ কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে।কোমলমতি ছাত্ররা স্কুল-কলেজে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি ভাঙচুর, হল দখল, সিট বাণিজ্য, মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মতো অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন সময় ছাত্ররা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে কলেজ ও ইউনিভার্সিটির বহু শিক্ষককে মারধর ও লাঞ্ছিত করার নজির সৃষ্টি করেছে।

১২.২ শিক্ষার্থীদের জীবনের অনিশ্চয়তা:

একজন শিক্ষার্থী ধর্মীয় শিক্ষা লাভের কোনো সুযোগ পায় না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের মূল বিষয় থেকেও সে থাকে অজ্ঞ। ইসলামের হালাল-হারাম, ফরয-ওয়াজিব সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ ধারণাও তার লাভ হয় না। সে শুধু বৈষয়িক কিছু বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে। দুনিয়ার জীবন পরিচালনার জন্য, জীবিকা উপার্জনের উপায়-অবলম্বনের

জন্য যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকু জ্ঞানই সে লাভ করে। ইসলামী মূল্যবোধ তার মাঝে সৃষ্টি হয় না। আল্লাহর স্মরণ ও আখেরাতের জবাবদিহিতা, জাহান্নামের ভয় তার অন-রে সৃষ্টি হয় না। ফলে সে দুনিয়ার জীবনকে একমাত্র জীবন মনে করে। ভোগ-বিলাসিতা ও উপভোগের জন্য কর্মজীবনে বৈধ-অবৈধ বাছবিচার না করে অর্থ উপার্জনে মেতে উঠে। কাজে ফাঁকি দেওয়া, দায়িত্বে অবহেলা, অনিয়ম-দুর্নীতিসহ নানা ধরনের অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, কলকারখানা, হাসপাতাল, ওয়াসা, ডেসকো, গ্যাস, টেলিযোগাযোগ, পোস্ট অফিস, রেজিস্ট্রি অফিসসহ সকল প্রকার সেবাপ্রতিষ্ঠান সবকিছুই আজ দুর্নীতিগ্রস্ত। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতি সকল পর্যায়ে উন্নতির পথে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই দুর্নীতি। আর তা এতই ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের প্রথম সারির একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে হিসেবে পরিচিত। এসব ছাড়াও খুন-সন্ত্রাস, চুরি-ডাকাতি, লুণ্ঠন, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ নানা অসামাজিক কর্মকাণ্ডে দেশ ছেয়ে গেছে। ফলে দেশবাসীর জীবন আজ দুর্বিষহ হয়ে উঠছে।

মূলত ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামী মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা আজ শুধু নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার নয়; বরং তাদের চারিত্রিক স্খলনও ঘটছে। ধর্ষণ, ব্যভিচার, অশ্লীলতা ও নগ্নতায় সমাজ-জীবন দূষিত হয়ে গিয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও আজ আর নিরাপদ থাকেনি শিক্ষিত দুশ্চরিত্রদের হাত থেকে। শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি, আসা-যাওয়ার পথে সহপাঠি কিংবা বখাটেদের ইভটিজিং, ধর্ষণ ইত্যাদি আজ আর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মেয়েদের শিক্ষা-উচ্চ শিক্ষা নিয়ে অভিভাবকরা আজ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। অনেক ক্ষেত্রে তারা মেয়েদের শিক্ষাই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় তরুণ শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় শিক্ষা ও বিধি-নিষেধ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে না পারায় এবং তাদের মন-মানস সেভাবে গড়ে না ওঠায় উঠতি বয়সে তারা নানা রকম অশ্লীলতা ও নগ্নতায় জড়িয়ে পড়ছে। তথ্য-প্রযুক্তির শিক্ষা লাভ করে তার অপব্যবহারে মেতে উঠছে। মোবাইল ইন্টারনেট, অরক্ষিত সাইবার ক্যাফে ও ফুটপাতের সস্তা পর্ণো ভিসিডির সুবাদে তাদের চারিত্রিক অধঃপতন কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌছুচ্ছে তা সচেতন নাগরিকদের কাছে অবিদিত নয়। এসব কিছুর প্রধান কারণ হল, ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চেতনায় উজ্জীবিত না হয়ে শুধু বৈষয়িক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আল্লাহ-

আখেরাতকে ভুলে দুনিয়ার জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করা। যারা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, যারা ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী, যারা ধর্মীয় বিধি-বিধান ও অনুশাসন মেনে চলে তারা নিজেরা কখনো দুর্নীতি ও কোনো প্রকার অনৈতিক কিংবা অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হয় না। এমনকি সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানেও তারা সৎ ও ধার্মিকরূপেই নিজেদের দায়িত্ব পালন করে থাকে।শেষে হতাশা আর অপরাধবোধে অনেক শিশু ও কৈশোর মাদক,জুয়া,ক্যাসিনো, চুরি ,ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে।অনেকে আবার আত্মহত্যার পথ ও বেছে নেয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়:উত্তরণের উপায়

ইসলামের মূলনীতি শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা মৃত্যু,পরকাল,হাসরের ময়দানে পার্থিব জীবনের কৃতকর্মের হিসাব দান, পাপ, পুণ্যের বিচার, বেহেস্তের শান্তি ও জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে অধ্যায়ন করে খোদাভীরু ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী সৎ-নিষ্ঠাবান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।পবিত্র কোরআনে সর্বপ্রথম কোরআন হাদিসের এলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ করা হয়েছে। কোরআন হাদিস ও ইসলামি জ্ঞান অর্জন ছাড়া কোনো জ্ঞানই পরিপূর্ণতা লাভ করে না। কোরআন ও হাদিস জেনারেল শিক্ষায় পরিপূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত না করার কারণে অধিকাংশ ছাত্ররা বিপদগামী হচ্ছে।কবি ইকবাল বলেছেন, ধার করা শিক্ষায় আদর্শ মানুষ তৈরি হতে পারে না। আদর্শ ও নৈতিক চরিত্রবান মানুষ তৈরি করতে হলে অবশ্যই ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যে ধর্ম মানুষকে ন্যায়নীতি আদর্শের শিক্ষা দিয়েছে। অন্যকোনো ধর্ম মানুষকে এতগুলো ন্যায়নীতি আদর্শের শিক্ষা দেয়নি। ইসলাম শিক্ষার অভাবে মুসলিম জাতি আজ সমগ্র বিশ্বে পদদলিত ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেয়। আর নৈতিকতা মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখে।

নৈতিক অবক্ষয় পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে অশান্তি ডেকে আনে। আমাদের সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের যে মহামারি চলেছে, তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান ইসলাম। ইসলামের নীতি-আদর্শের মাঝেই রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধের সমাহার। নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের আলোকে যেসব কাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ও উত্তরণে সহায়ক হবে,এমন বিষয় তুলে ধরা হলো:

ইসলামী মূল্যবোধের শিক্ষা :

ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতির কারণেই তরুণ ও যুব সমাজ নৈতিক অবক্ষয়ের চোরাবালিতে হারিয়ে যাচ্ছে। নৈতিক মূল্যবোধ বলতে সততা, বিশ্বস্ততা,ন্যায়নীতি, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, মায়া-মমতা, ক্ষমা, উদারতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, সদাচরণ প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলির সমষ্টিকে বোঝানো হয়। ইসলাম মানবজাতিকে এসব মহৎ গুণ অর্জনের জন্য উৎসাহিত করে থাকে। তবে ইসলামে

নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি। ইসলাম আল্লাহ ভীতি ও পরকালের চেতনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গুনাহ থেকে বিরত রাখে।জনমনে আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া অপরাধ দমন করা সম্ভব নয়। তাই তরুণ প্রজন্মকে তাকওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে হবে।

নামাজের প্রশিক্ষণ :

পরিবারের সবাইকে নামাজি হিসেবে অভ্যস্ত করে তোলা অবিভাবকদের দায়িত্ব। কারণ নামাজ সব অনাচার ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচাতে পারে। ইরশাদ হচ্ছে, 'তুমি তোমার পরিবারের লোকদেরকে নামাজের আদেশ দাও এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাক।' (সুরা তাহা : ১৩২)। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, 'নামাজ কায়েম কর। অবশ্যই নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সুরা আনকাবুত : ৪৫)অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা : পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, ইন্টারনেট ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে অশ্লীল সিনেমা-নাটকের কুপ্রভাব তরুণ-তরুণীদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। অশ্লীলতা সামাজিক অনাচার সৃষ্টি করে। এ জন্য অশালীন পোশাক, অশ্লীল পোশাক ও জিনা-ব্যভিচার ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।' (সুরা বনি ইসরাইল :৩২)

ভালো বন্ধু নির্বাচন :

সন্তানদের সঙ্গে অভিভাবকদের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে হবে। সন্তানরা কাদের সঙ্গে ওঠাবসা ও মেলামেশা করছে, অভিভাবকদের সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রয়োজনে ভালো বন্ধু নির্বাচনে সহায়তা করতে হবে। 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ' এটি শুধু প্রবাদ নয় বরং বাস্তবতাও। ভালো বন্ধু নির্বাচন করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। সৎ ও বিশ^স্ত মানুষকে বন্ধু নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদাররা! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত-সত্যবাদী ও বিশ্বাস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গী হও।' (সুরা তওবা : ১১৯)।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা :

বিচার কাজে পক্ষপাতিত্ব ও বিচারহীনতার অপসংস্কৃতি ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অভাবে খুন ও ধর্ষণের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলছে। কাজেই অপরাধীদের অতি দ্রæত বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অপরাধ বন্ধে এর কোনো বিকল্প নেই। অপরাধীদের কোনোভাবেই আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। ক্ষমতাবান বা প্রভাবশালী বলে কোনো অপরাধী যেন পার পাওয়ার সুযোগ না পায়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ইসলামে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। শত্রুতা বা স্বজনপ্রীতির কারণে বিচারে পক্ষপাত করার সুযোগ ইসলামে নেই। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ, 'কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ কর না।' (সুরা মায়েদা : ৮)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়।' (সুরা আনআম : ১৫২)। ন্যায় বিচারের ব্যাপারে মহানবী দ্ব্যর্থহীন উক্তি ছিল, 'আজ আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে যায় তবে আমি প্রথমে আমার মেয়ের হাত কেটে দেব।' (বুখারি : ৬৭৮৮)। 'অন্যায়কারী দলের লোক হোক বা যত বড় ক্ষমতাধর হোক ছাড়া পাবে না' এটা ন্যায় বিচারের মূলনীতি হওয়া উচিত।

অপরাধের প্রতি ঘৃণাবোধ :

আমাদের সমাজে সততা, ও নৈতিকতার দুর্ভিক্ষ চলছে। অন্যায়কে অপরাধ বলে বিবেচনা করা হয় না। নীতিভ্রষ্ট ও দুষ্ট মানুষদের অপরাধী বলে গণ্য করা হয় না। জীবনের লক্ষ্য ও উন্নতি বলতে বোঝান হয় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ও সম্পদ অর্জন। কিন্তু সে টাকা ও সম্পদ কোন পথে এলো তা নিয়ে কারও ভাবার সময় নেই। যে সন্তান তার বাবাকে অহরহ মিথ্যা বলতে দেখে, কাজে ফাঁকি দিতে দেখে, ঘুষ খেতে দেখে, অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রাস করতে দেখে, তার নৈতিকতার ভিত তো দুর্বল হবেই। তরুণরা দেখতে পায় যে, বড়রা বা ক্ষমতাধরেরাই নিজেদের স্বার্থে সন্ত্রাসীদের লালন করছে। সন্ত্রাসীরা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। তাই তারাও এই পথে অগ্রসর হতে উৎসাহবোধ করে। সভ্যতা ও নৈতিকতা বিধ্বংসী যাবতীয় অনাচার মূলোৎপাটনে ইসলাম কঠোর হতে বলেছে। অনুরূপভাবে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, শোষণ প্রতিরোধ ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা আসবে না।

দ্বৈত শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান :

একটি সমন্বিত ইসলামি কারিকুলাম গঠন করে, যেখানে কোরআন, হাদিস, ফিকাহসহ বিজ্ঞান, গণিত, অর্থনীতি, দর্শন থাকবে।

ইসলামি চিন্তায় গবেষণার অগ্রগতি :

ইসলাম বিষয়ে গবেষণাকে উৎসাহিত করতে হবে। ইসলামি চিন্তাবিদরা সমসাময়িক সমস্যার সঠিক জবাব দিতে পারবেন।

*মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় সাধনে সরকার ও বেসরকারি উদ্যোগ বাড়ানো।

*ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রযুক্তিনির্ভর পাঠদান, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপন।

* আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ইসলামী মূল্যবোধের সমন্বয়ে একাডেমিক রোডম্যাপ প্রণয়ন।

* জাতীয় পর্যায়ে ইসলামি স্কলারদের নিয়ে গবেষণা তহবিল গঠন।

*ইসলামি শিক্ষাকে গ্লোবাল ভাষায় উপস্থাপন করতে ইংরেজি ও অনলাইন পোর্টালের প্রসার ইত্যাদি।

১৪.উপসংহার:

ইসলামি শিক্ষা কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের শিক্ষা নয়; বরং এটি একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা গঠনের মাধ্যম। এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস, নবী করিম (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা এবং নৈতিক, আত্মিক ও সামাজিক মূল্যবোধের চর্চা।মালয়েশিয়া সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের মাল্টিকালচার সোসাইটিতে ধর্ম তথা ইসলাম শিক্ষাকে শিক্ষার সর্বস্তরে বাধ্যতামূলক রেখে পাঠ্যক্রম প্রণীত হয়েছে, এতে তাঁদের উন্নতির কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। বাংলাদেশে কেন এর ব্যতিক্রম? এদেশের শিক্ষা ব্যাবস্থার বিভিন্ন স্তরে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার অবস্থান ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনা জরুরী।পরিশেষে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে,ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যে ধর্ম মানুষকে ন্যায়নীতি আদর্শের শিক্ষা দিয়েছে। অন্যকোনো ধর্ম মানুষকে এতগুলো ন্যায়নীতি আদর্শের শিক্ষা দেয়নি।তাই ইসলাম ধর্মকে আমাদের জীবনে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

*তথ্যসূত্র:

দায়িত্বশীলদের দেশ রূপান্তর পত্রিকা এবং দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা থেকে কিছু অংশ।এছাড়াও গুগল সার্চ ইঞ্জিন।